কবিতা কল্পলতা।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীদীনবন্ধু সেন

সঙ্কলিতা।

কলিকাতা

মৃজাপুর হলওয়েলস লেন নং ২ প্রাকৃত যন্ত্রে

শ্রীমথুরানাথ তর্করত্ন কর্ত্তৃক

মুদ্রিতা।

১৮৭২।

মূল্য চারি আনা।

ভূমিকা।

গদ্য অপেক্ষা পদ্য পড়িতে বালক বালিকারা অধিক ভালবাসে। তাহারা এমনি পদ্য প্রিয়, যে ভালমন্দ যত কবিতা দেখিতে পায়, তত্তাবৎ একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে। সুতরাং সুশিক্ষাদায়িনী সারবতী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতামালা গুম্ফন করত তাহাদের গলদেশে দোলায়মান করিয়া দেওয়া অতি আবশ্যক।

অধুনা বিদ্যালয় সকলে যে সমস্ত পদ্যময় পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলিন কবিতা অসার, তদ্দ্বারা বালক বালিকাগণের চরিত্রগত দোষ সংশোধনের অথবা কোন বিশেষ শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক প্রায় দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া চলিয়া আসিতেছে। বহুকাল ব্যাপিয়া অনবরত একই বিষয়ের শিক্ষা দিতে দিতে সারগ্রাহী শিক্ষক মহাশয়েরা বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন এবং অনেক বালক বালিকা (যাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদি ঐ সকল পদ্যময় পুস্তক পাঠ সমাপ্ত করিয়াছে, তাহারা) কবিতামালার নবীনতা দর্শন লাভ লালসায় বঞ্চিত থাকা প্রযুক্ত, অধ্যয়ন কালে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকে।

এই সকল কারণে কোন দূরদর্শী ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ের আদেশে ও কোন কোন শিক্ষকের পরামর্শে আমি কবিতাকল্পলতা নাম দিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলন পূর্ব্বক মুদ্রিত করিলাম। কতকগুলিন কবিতা নিজে রচনা করিয়া দিয়াছি।

অধুনাতন ছাত্রগণের পূর্ব্বকালের ন্যায় ধর্ম্মভীরুতা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা, শৌর্য্যশালিতা ও একতাদি গুণ নাই; অতীব প্রার্থনীয়

সেই সকল মঙ্গলকর গুন নিকরের দৃষ্টান্ত--কবিতাবলীও এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সংকলিতা হইয়াছে। বিশেষতঃ চাকরী করিয়া দিনপাত করিবার উদ্দেশে এখনকার অনেক লোকে লেখাপড়া শিখিতেছে, ইহা তাহাদের নিতান্ত ভ্রমাত্মক সংস্কার। উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখিয়া সকলে যদি ব্যবসায় বিশেষের উন্নতি করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়. এই পুস্তকে এমন ভাবের কবিতাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর দুই একটী অতি সরস ও অত্যন্ত আমোদজনক কবিতাও সংকলনে ত্রুটি করি নাই।

যে সকল বালক বালিকা প্রথমে পদ্য পড়িতে আরম্ভ করিবে, এই পুস্তকখানি তাহাদের পাঠোপযোগী হয় নাই; ইহা কিছু উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ফলতঃ এই পুস্তক খানিকে আরো কিছু উত্তম করিয়া প্রচারিত করিতে আমার মানস ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি মুদ্রিত করিতে হইল বলিয়া, এবারে সে মানস পূর্ণ হইয়া উঠিল না। স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ও যতি চিহ্নের বৈলক্ষণ্য রহিয়া গেল।

কবিতা রচনা বিষয়ে গুটিকত দোষ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগ কবিতাকল্পলতাতে ছন্দঃ অলঙ্কার ও দোষ গুণাদি বিশেষ রূপে বিবৃত, হইবে।

এক্ষণে শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক শ্রেণীতে গণ্য করিয়া লইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়।

৭ পৌষ
১২৭৯।

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

কবিতা-কল্পলতাংশ
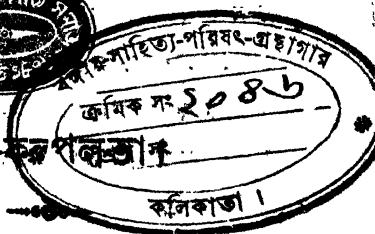
১। এখন আর অধিক সৎকবি কৈ?

সেদিন কোথায়—হায়, সে দিন কোথায়!
ছিল এই দেশ যবে খ্যাত কবিতায়।
কোথা কবি কৃত্তিবাস, কোথা কাশীরাম দাস,
স্থাপিলা অক্ষয় কীর্ত্তি যাঁরা বসুধায়।
কোথা শ্রীকবিকঙ্কণ, কোথা সে কবিরঞ্জন,
মোহিত করিত মন যাঁরা রচনায়।
বাঙ্গালার কবীশ্বর, ভারত সদ্গুণাকর।
"কবিরায়গুণাকর" সবে বলে যাঁয়॥
কি দুর্ভাগ্য মরি মরি, নির্দয় হৃদয় হরি,
অকালে তাঁহারে হরি প্রমাদ ঘটায়।
সুকবি ঈশ্বর গুপ্ত, তিনিও হলেন গুপ্ত,
কালগৃহে প্রায় লুপ্ত, কবি বাঙ্গালায়।
কবিত্ব প্রকাশে যাঁয়, পোড়া কাল গ্রাসে তাঁয়,
এ দুঃখ কহিব কায়, হায় হায় হায়!

মধুর সুস্বরবান, পিক শুক করি গান,
তুমি শ্রোতাদের প্রাণ, হইলা বিদায়।
সেই যশ অভিলাষি, কঠোর কর্কশভাষী,
বায়স পেচক আসি, গাইয়া বেড়ায়॥
আধুনিক কবিগণে, আহরিয়া প্রাণপণে
অলঙ্কার, সযতনে সাজান গাথায়।
পরিশ্রম মাত্র সার, মণিময় অলঙ্কার,
কতক্ষণ প্রশংসার, কুরূপার গায়?
স্বভাবে পিকের স্বর, জন গণ মনোহর,
অভ্যাসে কি সে সুস্বর লাভ করাযায়?
নাহি বেশ নাহি ভুষা, স্বভাবসুন্দরী উষা।
হেরে তারে কে না ভাবে মুগ্ধ হয়ে যায়?
স্বভাবে সুকবি যাঁরা, বাগ্দেবীর পুত্র তাঁরা,
বর্ষি কাব্যামৃত ধারা, ভুবন ভাসায়।
কবিতা-পঙ্কজ রবি, কে আছে স্বভাব কবি?
চিত্রিবে প্রকৃতিচ্ছবি, বর্ণ বর্ত্তিকায়?
দেখিতেছি কতজন, দিয়ে কটি শব্দ পণ,
অমূল্য কবিত্ব ধন কিনিবারে ধায়।
কবিত্ব কি গাছে ফলে? না বেচে বণিক দলে?
যার ভাগ্যে ফলে, সেই দৈববলে পায়।
হরিশ যুড়িয়া কর, কহে বিভো কৃপাকর,
সুকবিত্ব দান কর, এই ভিক্ষা পায়।

ছিন্ন পদ হস্ত নাসা, অঙ্গহীন বঙ্গ ভাষা,
ঘুচাও দুর্দশা তার স্বগুণে কৃপায় ॥

কবিরহস্য।

২। বাসনা।

বাসনা করয়ে মন, পাই কুবেরের ধন,
সদা করি বিতরণ, তুষি যত আশনা।
আশ্‌নাই আরোচাই, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই,
ক্ষুধা মাত্র সুধাখাই, যমে করি ফাঁসনা।
ফাঁসনা কেবল রৈল, বাসনা পূরণ নৈল,
লাভে হোতে লাভ হৈল, লোকে মিথ্যা ভাসনা।
ভাসনাই কারে বলে, ভারত সন্তাপে জ্বলে,
কলার বাসনা হলে, আঃ আরে বাঁসনা!

ভারত চন্দ্র রায়!

৩। কৃষক ও কারুগণের মহত্ত্ব।

রাজার দেওয়ান অতি মান্যমান যেই,
দীন হীন কৃষকেরো নীচে হয় সেই।
করে বটে নরোপরে প্রভুত্ব বিস্তার,
তথাপি চাকর বই কি বলিব আর?
চাকর কুকুর তুল্য বলে লোক যত,
ঝকমারি আর নাই চাকরীর মত।

নাক ফোড়া বলদের মত যত দাস,
প্রভুর আজ্ঞায় খেটে মরে বার মাস।
অতি যতনের হয় স্বাধীনতা ধন,
যে বেচে সে ধন তার বৃথায় জীবন।
যেবা করে নর সেবা নর দেহ ধরে,
তার তুল্য দুঃখী নাই জগত ভিতরে।
কুঁড়েঘরবাসী অহে দুঃখী চাসীগণ,
যেন ছাই আবরণে মাণিক রতন
আছ, তাই বাঁচিয়া রয়েছে জগজন,
ধন্য হে কৃষক তুমি, পৃথিবী ভূষণ!
কাক দাস নহ অহে যত কারুগণ,
মনোসুখে যথা তথা কর বিচরণ।
নানা মতে সাজায়ে রেখেছ বসুমতি,
তোমাদের গুণে বহু হয়েছে উন্নতি।
চাসা আর কারুগণে তুচ্ছ ভাবে যারা,
বড়ই জঘন্য ক্ষুদ্রমনা হয় তারা।
যত দিন এ ভাব থাকিবে বাঙ্গলায়,
হবে না উন্নতি যদি শতযুগ যায়।

৪। প্রকৃত উন্নতি।

অনেকেতে লেখা পড়া শিখিয়া এখন,
জাতী ব্যবসায় ছেড়ে চাকরী চেষ্টায়

এ দিক ও দিক করি ঘুরিয়া বেড়ায়,
বল, এত কর্ম্ম কোথা পাবে নরগণ ?
বহু দিন ধরে বহু স্থান অন্বেষণ
করে, না পাইয়া কর্ম্ম অনেক যুবায়
দেখিতেছে চারি দিক অন্ধকার প্রায়,
শূন্যময় হেরিতেছে এ তিন ভুবন।
ঋণ করে দিনপাত করিবে বা কত ?
পিতামাতা পরিবার পুষিবে কেমনে ?
হীন বেশে বেড়াইতে লজ্জা ভেবে মনে,
জীবনে ধিক্কার তারা দেয় শত শত !

চাকরীর চেষ্টা ছেড়ে জাতি ব্যবসায়,
যদি তারা মন দিত হত অতি সুখী ;
বেড়াতে হত না কভু হয়ে এত দুঃখী,
কেন বা হইবে তবে জীর্ণ শীর্ণ কায় !
তাই হিতবাণী শুন ছাত্র সমুদায়,
যত পার কর সবে বিদ্যা অধ্যয়ন,
কিন্তু চাকরির আশা করো না কখন,
উন্নতি করিও নিজ জাতি ব্যবসায়।
ব্যবসা বিশেষে যদি হও সুশিক্ষিত
তাহলে তোমার আর দেশের উন্নতি
নিতান্ত হইবে, এই যুক্তি স্থির অতি,
অন্যথা করিলে হবে অশেষ অহিত।

৫। সময়ে পরিশ্রমের গুণ।

শিখ সবে এক মনে

শিখ সবে এক মনে, প্রাণপণে, বিদ্যার্থি নিকর,
শ্রম করিবারে কভু হও না কাতর।

তা হলে হবে না কিছু

তা হলে হবে না কিছু, আগু পিছু, ভেবে দেখ সার,
অলস লোকের হয় দুর্গতি অপার।

উপদেশ বলি তাই

উপদেশ বলি তাই, শুন ভাই, ত্যজিয়া অলস,
কর বিদ্যা লাভ হবে অতুল সুযশ।

করিয়া প্রতিজ্ঞা স্থির

করিয়া প্রতিজ্ঞা স্থির, হয়ে ধীর, সুবুদ্ধি মতন,
যত দিন বাঁচ কর নানা জ্ঞানার্জ্জন।

দিও না সময় যেতে

দিওনা সময় যেতে, বিফলেতে, তিলার্দ্ধ কখন,
নরের সময় হয় অমূল্য রতন।

শত শত পৃথিবীর

শত শত পৃথিবীর, ওহে ধীর, ধন বিনিময়
করিলে পাবেনা পুনঃ বিগত সময়।

ভবে এহেন সময়

ভবে এহেনসময়, অপব্যয় যেজন করয়
কালেতে কাঁদিতে তারে হইবে নিশ্চয়।

তাই সময় থাকিতে

তাই সময় থাকিতে, যা করিতে, পার তাই লাভ,
সময়ে রোপিলে গাছ হবেনা অভাব।

ঠিক কল্পতরু সম

ঠিক কল্পতরু সম, পরিশ্রম, হয় বটে হয়,
যে যে ফল চাবে তাহা পাবে সমুদয়।

সময়ের পরিশ্রমে

সময়ের পরিশ্রমে, কালক্রমে, হয় যেই ফল,
যে সে ফল নয় সে যে চতুর্ব্বর্গ ফল।

৬। পশুর স্বাধীনতা।

কাননে কুরঙ্গ গণ, করি তৃণ মূলাশন,
স্বাধীনে জীবিত কাল অনায়াসে কাটিছে।
ধনী পাশে নাহি যায়, ধমকানি নাহি খায়,
তার আজ্ঞামাত্র নাহি প্রাণপণে খাটিছে॥
সর্ব্বদা স্বাধীন আছে, চাহেনা কাহার কাছে,
শ্রম করি যাহা পায় তাহে সন্তোষিত রে।
আ মরি কি সুবিচার! শুনে লাগে চমৎকার
ওঁরা নাকি পশু? আর আমরা পণ্ডিত রে!

৭। ধন্য ধন্য মৃগগণ! ভয়ানক দরশন
ধনীদের মুখ সদা নাহি তাকো সভয়ে।

সতত স্বাধীনে রও, চাটু বাক্য নাহি কও,
পোড়াপেট পুরাবার আশয়েতে বিনয়ে ॥
ধনীদের সাহঙ্কার বাক্যগুলা বার বার
তোমাদের কর্ণমূল করেনা ব্যথিত হে!
যে আজ্ঞার ভার বয়ে, আশার অধীন হয়ে
বাতাতপে জল ঝড়ে না হও ধাবিত হে ॥
নিদ্রা এলে নিদ্রাযাও, ক্ষুধাপেলে তৃণ খাও,
প্রভুকার্য্য অনুরোধে বাধা নাই তায় হে।
কহ আমি পায়ে ধরি, কোথা কোন্ তপকরি
এমন সুখের দশা লভিলে সবায় হে!!!

কবিরহস্য।

— —

৮। অহঙ্কার।

রূপে গুণে মানে, ধন পরিমাণে,
আমার সমান কেবা।
দেখ শত শত, দাস দাসীকত,
সতত করিছে সেবা ॥
দারা সুত ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত ॥

টাকা দিয়া পালি, কত দিই গালি,
কখন করেনা রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হয়ে থাকে নাগ॥
জনক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত ভুবন ধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাঁহার নাম॥
কুলের প্রতাপে, ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্বভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে॥
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ি নাহি ছুঁতে পারে।
দারা তার চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেয় তারে॥
কত বলে বলী, কত ছলে ছলী,
কত কলে আনি চাকি।
যথায় তথায় কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে।

আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে॥
সকলেই বশ, ভয়ভরা যশ,
দশ দিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজির নাজীর,
বাদশার কাটি মাথা॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পরে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসে না কাছে॥
ঘুরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
সকলি আমাতে সাজে।
আমি লোক গুরু, আমা হতে গুরু,
কে আছে ভুবন মাঝে॥
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কখন হবে।
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে॥
নিজ বল বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।
কেমন ঈশ্বর, আমি সর্ব্বেশ্বর,
মানী বলে কারে মানি॥

সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হতে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়,
কিসে হব পরাভব॥
মনে যদি করি, স্বর্গ বিদ্যাধরী,
এই খানে আনি বসে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগণে আছাড়ি,
রবি শশী পড়ে খসে॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ,
গোঁপে যদি দেই চাড়া।
সহিত অমর, করি যোড় কর,
এখনি হইবে খাড়া॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধপুরে,
ক্ষীরোদ সাগর বারি॥
দেবতার স্থল, দেই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি সরা।
দেখ দিয়ে কর, আমার উদর,
চারিপোয়া গুণে ভরা॥
গুণ আছে জাই, প্রকাশিয়ে তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।

সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি ॥
এই দেখ গ্রাম, এই দেখ ধাম,
এই দেখ বালাখানা ।
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা ॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ী,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া ।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ,
এই দেখ জামা জোড়া ॥
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ্ মোড়া ।
এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘর জোড়া ॥
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া ।
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ী,
কেমন ফুলের তোড়া ॥
দেখ না কেমন, চিকণ বসন,
পেয়েছি আমিই সবে ॥
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহার হবে ॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।

দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥
মলিন বদন কেন দেখি সব রথি।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈল ছন্নমতি॥
না জানহ ইতি মধ্যে আছে কর্ণ বীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির॥
কিম্বা জামদগ্ন্য রাম কিম্বা বজ্রপাণি।
কিম্বা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুনি॥
বধিব সকলে আমি একা ভুজ বলে।
সমুদ্র লহরি যেন রক্ষা করে কুলে॥
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটী।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি॥
খণ্ড খণ্ড করিব ধবল চারি হয়।
দশ দিকে যুড়িয়া করিব অস্ত্রময়॥
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত জগতে।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম ভৃগুনাথে॥
পাণ্ডব অনলে সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সেই দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন॥
কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য [illegible] নাহি শত্রু বলি॥

একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাহ গাভী লয়ে হস্তিনা নগর ॥
অথবা দেখহ যুদ্ধ অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া ॥

মহাভারত।

---

১০ বীরভাব।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়.
দাসত্ব শৃঙ্খল আজি কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ॥
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে,
স্বর্গ সুখ তায় ॥
একথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে
ক্ষত্রিয় তনয় ॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয় নিলয় হে,
হৃদয় নিলয়।

নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,

বিলম্ব কি সয় ?

অই শুন অই শুন ভেরীর আওয়াজ হে,

ভেরীর আওয়াজ।

সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,

সাজ সাজ সাজ ॥

চল চল চল সবে সমর সমাজ হে,

সমর সমাজ।

রাখহ পৈত্রিক ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,

ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥

আমাদের মাতৃ ভূমি রাজপুতনার হে,

রাজপুতনার।

সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ছুটে রুধিরের ধার হে,

রুধিরের ধার ॥

সার্থক জীবন আর বাহু বল তার হে,

বাহুবল তার।

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,

দেশের উদ্ধার ॥

কৃতান্ত কোমল কোল আমাদের স্থান হে,

আমাদের স্থান।

এস সুখে সবে তাহে হইব শয়ান হে,

হইব শয়ান ॥

কে বলে শমন সভা ভয়ের আধান হে,
ভয়ের আধান।
ক্ষত্রিয়ের জাতি যম বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষাকু বংশে কত বীর গণ হে,
কত বীরগণ।
পর হিতে দেশ হিতে ত্যজিল জীবন হে.
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি বিবরণ হে.
কীর্ত্তি বিবরণ।
বীরত্ব বিমুখ কেন ক্ষত্রিয়নন্দন হে.
ক্ষত্রিয়নন্দন ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে.
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে.
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব. এস সব ভাই হে,
এস সব ভাই ॥

পাদ্মিনী উপাখ্যান।

১১ একতা।

পরস্পর ঐক্য হয়ে থাক পরস্পর।
সবাই নির্ভর কর সবারি উপর॥
হীন বলে কেহ কারে না করিবে দ্বেষ।
স্বজাতির মাঝে নাই ইতর বিশেষ॥
তৃণ সব পরস্পর হইয়া মিলন।
রজ্জুর আকার করে যদ্যপি ধারণ॥
তার কাছে কোথা আছে দারুণ দাঁতাল।
অনায়াসে বাঁধা যায় মাতঙ্গ মাতাল॥
সেই সব তৃণ যদি ছিন্ন হয়ে রয়।
পীপিড়ারে বদ্ধ করে সাধ্য নাহি হয়॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

---

১২ ইংরাজ।

দেখ ইংরাজ নিকর, দেখ ইংরাজ নিকর,
মনোহর বেশ ভূষা দৃঢ় কলেবর।
দেখ কেমন সাহস, দেখ কেমন সাহস,
সাহস সহায়ে লক্ষ্মী করিয়াছে বশ॥
এঁরা যুদ্ধে মহাবীর, এঁরা যুদ্ধে মহাবীর,
প্রবল অরাতি করে দেখে নত শির।

এঁরা সবে এক মনা, এঁরা সবে এক মনা,
একতা গুণেতে নাই বিপদ ভাবনা ॥
কৈ উদ্‌যোগী এমন, কৈ উদ্‌যোগী এমন.
আর না দেখিনু করি পৃথিবী ভ্রমণ।
যেটা ধরে একবার, যেটা ধরে একবার,
ছাড়িবে না কভু শেষ না দেখে তাহার।
তায় মৃত্যু বা ঘটুক, তায় মৃত্যু বা ঘটুক,
ইংরাজ কি তেমন যে হইবে বিমুখ।
দেখ তিলেক সময়, দেখ তিলেক সময়,
কখন বিফলে এঁরা করেনা ক ব্যয়,
হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম
করে, তাই ধনে হয় কুবেরের সম ॥
তাই বিদ্যার জাহাজ, তাই বিদ্যার জাহাজ.
হইয়া বসেছে হয়ে ধরণীর রাজ।
হয়ে বাণিজ্যেতে রত, হয়ে বাণিজ্যেতে রত,
দ্বীপদ্বিপান্তর এঁরা ভ্রমিয়ে নিয়ত।
করিয়াছে উপার্জ্জন, করিয়াছে উপার্জ্জন.
কত ভাষা কত বিদ্যা না হয় গণন।
সে সকল ইংরাজিতে, সে সকল ইংরাজিতে,
করিয়াছে যাতে হয় সুবিধা শিখিতে।
বেদ পুরাণ কোরাণ, বেদ পুরাণ কোরাণ,
ইংরাজিতে করিয়াছে হয়ে মতিমান।

ভদ্রে সকল ইংরাজ, ভদ্র সকল ইংরাজ,
ভাল করে শিখিয়াছে এক এক কাজ।
কেহ ছুতারের কাজ, কেহ ছুতারের কাজ,
কেহ বা কামার ভাল, কেহ কেহ রাজ।
কেহ ঘটিকা নির্ম্মাণ, কেহ ঘটিকা নির্ম্মাণ.
কেহ বা করিতে পারে ভাল ভাল যান।
জান দ্বিতীয় কুমার, জান দ্বিতীয় কুমার,
এডিনাধিপতি মহামতি গুণাধার।
অলফ্রেড তাঁর নাম, অলফ্রেড তাঁর নাম,
জানেন উত্তম তিনি নাবিকের কাম।
নাম শুনেছ পিটর, নাম শুনেছ পিটর,
রসিয়াধিপতি মহামতি বিজ্ঞবর।
কাজ জাহাজ তৈয়ার, কাজ জাহাজ তৈয়ার,
শিখিয়াছিলেন করি দাসত্ব স্বীকার।
দেখ কত কলে বলে, দেখ কত কলে বলে,
ইংরাজে শাসিছে রাজ্য অদ্ভুত কৌশলে।
বল, ছিল কোন্ কালে, বল, ছিল কোন্ কালে.
ডাকে চিঠি চলে আর বার্ত্তা তারে চালে ?
কলে পুস্তক ছাপিয়া, কলে পুস্তক ছাপিয়া,
অনতিবিলম্বে দেয় পৃথিবী ব্যাপিয়া।
ঘরে বসে পাওয়া যায়, ঘরে বসে পাওয়া যায়,
নিত্য নিত্য পৃথিবীর বার্ত্তা সমুদায়।

কলে জলে চলে তরি, কলে জলে চলে তরি,
ভ্রমেন শূন্যেতে নর ব্যোমযানোপরি।
দেখ কলের শকটে, দেখ কলের শকটে,
ছমাসের পথ অতি হয়েছে নিকটে।
পেয়ে গ্যাসের আলোক, পেয়ে গ্যাসের আলোক
পুলক পূরিত যত শহরের লোক।
কলে জল চলে যায়, কলে জল চলে যায়,
নিকট বা দূর হোক্ বাধা নাহি তায়।
নাগরিক ঘরে ঘরে, নাগরিক ঘরে ঘরে,
সুনির্ম্মল জল আসে বারণ কে করে?
এই মত নিতি নিতি, এই মত নিতি নিতি,
পেয়ে পয় নরচয় লভয় পীরিতি।
বস্তু অতি দূরতর, বস্তু অতি দূরতর,
দেখিতে হয়েছে এক কল মনোহর।
দূরবীণ নাম তার, দূরবীণ নাম তার,
সুদূরস্থ বস্তু আসে নিকটে তাহার।
চক্ষে নাহি দেখা যায়, চক্ষে নাহি দেখা যায়,
অসংখ্য এ ক্ষুদ্রবস্তু রয়েছে ধরায়।
তাহা করিতে ঈক্ষণ, তাহা করিতে ঈক্ষণ,
নির্ম্মিত হয়েছে যন্ত্র সে অনুবীক্ষণ।
বস্ত্র বয়ন শীবন, বস্ত্র বয়ন শীবন,
ইংরাজের বুদ্ধিবলে কলের সাধন।

এঁরা কলে কিনা করে, এঁরা কলে কি না করে ?
কত বা বলিব আমি একে একে ধরে।
গিয়ে লণ্ডন নগর, গিয়ে লণ্ডন নগর,
দেখিবে সুরম্য পথ নদীর ভিতর।
যদি দেখ একবার, যদি দেখ এক বার,
ক্রিষ্ট্যাল প্যালেস যাহা অতি চমৎকার।
ভাই গতরের ধন, ভাই গতরের ধন,
দেখিবে জগতে যত কীর্ত্তি অগণন।
নাহি গতর খাটালে, নাহি গতর খাটালে,
অশন বসন কার্ মিলে কোন্ কালে ?
কর বিদ্যা উপার্জ্জন, কর বিদ্যা উপার্জ্জন,
সমস্ত দিবস, করে নিশা জাগরণ।
বল, তা হলে তখন, বল, তা হলে তখন,
ধনী জ্ঞানী হবে কেবা তোমার মতন ?
বলি, আর এক কথা, বলি আর এক কথা,
পালন করহ কভু কর না অন্যথা।
দেখ, কখন কখন, দেখ কখন কখন,
অল্প জন্য শিল্পকরে হয় প্রয়োজন।
জানা থাকিলে তোমার, জানা থাকিলে তোমার,
ভালরূপে কারুকর্ম্ম দু এক প্রকার।
তবে যখন তখন, তবে যখন তখন,
হবে না ডাকিতে কারু অথবা তক্ষন্।

তাই উপদেশ শুন, তাই উপদেশ শুন,
নকল করহ সবে ইংরাজের গুণ।

১৩ নিশিবটের ভূত।

শুকায়েছে নীলে ভূঁই মথুরার মাঠে,
ঘাস বনে পায়ে পায়ে পড়িয়াছে পথ;
বেড়িয়া পুকুরপাড চাবা যায় হাটে,
নিশিবট তলা দিয়া যথা ভাঙ্গা রথ।
সন্ধ্যাযোগে যায় বাড়ী চাঁড়ালের বুড়ী
তাড়া তাড়ী আধক্রোশ নিশিপুর যেতে
সে বিজন পথে তার নাহি কোন যুড়ি,
বটের তলায় ভয় অন্ধকার রেতে।
যশয় বুড়ী একাকিনী চলি সন্ সন্,
মাঝে মাঝে দুই পাশে দেখে বার বার;
অন্ধকার বাড়ে মাঠে ক্রমে ঘন ঘন
দূর বনে প্রতি শব্দ হয় পদ চার।
চারি দিকে ঝিঁ ঝিঁ রব উঠিল আঁধারে,
পুকুরের পাড়েতে গা করে ছম্ ছম্;
মাঝে মাঝে বাঁশ বন পথের দুধারে,
খস্ খস্ শব্দে ভয় লাগয় বিষম।
কি যেন দেখিতে শাদা পথে দেখা দিল,
ঠাহরিয়া দেখে বুড়ী শুয়ে এক ষাঁড়;

ভরসা তখন কিছু মনে উপজিল,
পুনঃ চলে তাড়াতাড়ি শিরে করি ভাঁড়।
ক্রমেক্রমে পথে যত বাড়ে অন্ধকার,
ততই বুড়ীর মনে বাড়য়ে হুতাশ ;
নিশিবট তলা যেই হল বুড়ী পার,
পাছে পাছে শুনে শব্দ ভাবে সর্ব্বনাশ।
ফিরিয়া দেখিল বুড়ী শব্দও থামিল,
আঁধারেতে কিন্তু কিছু দেখা নাহি যায় ;
ভয়েতে তখন বুড়ী দৌড়িতে লাগিল,
শব্দও দৌড়িয়া তার পাছু পাছু ধায়।
উড়িল বুড়ীর প্রাণ ঘন বহে শ্বাস,
বারেক সে ধীরে ধীরে চলিয়া দেখিল ;
তবু শব্দ পাছে পাছে ধায় আশপাশ,
ঘন ঘন রামনাম অন্তরে স্মরিল।
কিছু দূর গিয়া বুড়ী পাছে ফিরে চায়,
কে আসে করিয়া শব্দ পায় পায় তার ;
কি যেন দাঁড়ায়ে কাল দেখিবারে পায়,
ভূতেতে করেছে তাড়া নাহিক নিস্তার।
শত শত রামনাম বুড়ী জপে মনে,
এদিকে চালায় পদ তাড়াতাড়ি কত ;
চলিল সকল মাঠ, ভূত বুড়ীসনে,
না মানিল রামনাম তুক তাক যত।

পড়িল তালের বাল্‌দ বুড়ীর পশ্চাৎ,
অমনি শিহরে মন কাঁপে থর থর;
মনে হয় পাছে ভূত পড়েবা হঠাৎ
ঝুপ করে চেপে ধরে ঘাড়ের উপর।
তবু ভূত খট্‌ খট্‌ আসে পায় পায়,
বরাবর পাছে পাছে চলেছে যেমন ;
বুড়ী এসে মূর্চ্ছা যায় দুয়ার গোড়ায়,
নাহি বাক্‌ কপালেতে স্বেদ বরিষণ।
বাহিরে আইল বুড়া হয়ে চমৎকার,
দৌড়িয়া আইল তার দুহিতা সুন্দরী ,
কিছুই জানেনা তারা বুড়ীর ব্যাপার,
কি হোলো কি হোলো হায় ! এই রব করি ।
আলোতে বুড়ীর শেষে চমক ভাঙ্গিল,
আধ রবে "ওই ভূত" বলে থরথরে ;
তখন মাঠের পানে প্রদীপ ধরিল.
প্রকাশ হইল ভূত চারি পায়ে চরে।
ওই সে গাধার ছানা হারায়েছে ধাড়ী,
কোথা যাবে অন্ধকার রেতের বেলায় ;
না চেনে সে পথ ঘাট নাহি চেনে বাড়ী,
এসেছে বুড়ীর পাছে ধরিয়া সহায়।

বামাবোধিনী

---

১৪ পাদপূরণ।

শীতাংশে শিশিরে শিশু কম্পিত হৃদয়,
শীত নিবারিতে লয় তপনে আশ্রয়।
অচলে উদয় অম্বিকার সহোদর,
সুরজি মামা সুরজি মামা রোদ কর্।

---

১৫ মহারাজ রাজধানী নগর বাহির।
বারইয়ারি মা ফেটে হলেন চৌচির,
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির,
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।

---

১৬ জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পলো মনে,
চক্রান্ত করিল চক্রী চক্র আচ্ছাদনে।
আকাশেতে কাল নিশি উভয়ে না জানে,
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে।

---

১৭ ধন্যারে বিধাতা তোরে যারে যখন যা পাইস্,
রাজ্য ভেঙ্গে হাতীর বোঝা গাধার পিঠে চাপাইস্

তুলা করিতে মূল্য দান, বেরিয়ে পলো কাপাইস্,
ডল্‌তে ডল্‌তে মাকাটি বেকল সাবাইস্ সাবাইস্,

কৃষ্ণকান্ত ভাদ্‌ড়ি

---

১৮ ঈশ্বর তোমার স্রষ্টা ভালবাস তাঁরে,
আত্ম সমর্পণ কর সেই মূলাধারে।
কি শয়নে কি স্বপনে রণে কিবা বনে,
নিয়ত আছেন তিনি তোমার রক্ষণে।
ওহে নর প্রাণপণে কর তাঁর সেবা,
চরমে পরম সখা আছে আর কেবা?
বিপদ ভঞ্জনকারী তাঁর তুল্য নাই,
আদরপূর্ব্বক ভয় কর তাঁরে তাই।

---

১৯ উক্তি প্রত্যুক্তি।

কুমার কুমার ভাই! সত্য বল যা সুধাই,
কোন্ প্রতিমার যত্নে "তারা ভুরু" আঁকিছ?
"কমলার চক্ষু আঁকি, তুমি ইহা চিননাকি?
জেনে শুনে ফিরে কেন আমারে হে কহিছ।"
"কেমন্ আঁকিছ ভাই! দেখি তবে দেখে যাই,
উহুঁ উহুঁ হয় নাই ত্রুটি কিছু হয়েছে।

তারা মাঝে দিতে ফুল, তোমার হয়েছে ভুল,
দাও দাও চিতে দাও বাকী কেন রয়েছে ?"
"চক্ষেতে চিতিলে ফুল, কাণী বোলে করে তুল,
গাহক বাধাবে গোল, তাহা কি হে গণেছ ?"
"কমলার চক্ষু আছে, এ কথাটী কার কাছে,
অবোধ কুমার ভাই, কবে বল শুনেছ ?"
"কমলবাসিনী লক্ষ্মী, কমল জিনিয়া অক্ষী,
কেন এ কথাত শুনি, ধনীগণ কয় হে ?"
"মিথ্যা সেটা যত কোক্, কমলার রৈলে চোখ,
স্বভাব সুকবি গণ দরিদ্র কি হয় হে !!!

কবিরহস্য।

২০ প্রহেলিকা।

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার॥
যখন পুরুষ বর হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥ ১

বিষ্ণুপাদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে।
মুর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥ ২

তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে।
স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তরে ॥
উগরয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ ॥ ৩
এক বর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়।
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায় ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিঁয়ালি রচিত।
বার মাস ত্রিশ দিন বান্ধেন পণ্ডিত ॥ ৪

১ ডিম্ব---- ২ পক্ষী। ৩ অগ্নি। ৪ কবিতা।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

২১ চিত্রালঙ্কার।

শ্রী দীন বনধু সেন
দী নতায় বলিলেন ,
ন বীন যুবক দলে।
"ব সিয়া অতি বিরলে
ন ব নব পদ্য চয়,
ধু পবৎ গন্ধময় ;
সে বন করুন সুখে,
ন তুবা রচুন মুখে।

---

২২ রামের বনবাসানুষ্ঠান।

হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি!
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত—'অসত্যবাদী রঘুকুলপতি!

নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্ম শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার, কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চূণকালী গালে
খেদাও গহনবনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোক মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে ।
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেবনর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারতরত্ন রঘু-চূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্ব কথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?
তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?

কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা-মহিষী
ভুলাইলা মন তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে?
যাহা ইচ্ছা কর, দেব, কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণী বেশে দাসী! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব কহিব সেখানে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!
গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে!
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'
পুষি শারী শুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা দিবস রজনী;—
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে, গাইবে তারা বসি বৃক্ষশাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'

শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
" পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গশৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লীবালদলে ;
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।"
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে।
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ?
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি ! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

---

২৩ দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে,
কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেই স্থানে।

শ্রীরাম বলেন মাতঃ! কহত কারণ,
কেন পিতা বিষাদিত ভূমেতে শয়ন?
কোপ যদি করেন হাসেন আমা দেখে,
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাই মুখে?
কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে,
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে?
ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভাই নাই দেশে,
মাতুলের আলয়ে রহিল পরবাসে।
বহু দিন গত না আইল দুইজন,
সেই মনোদুঃখে বুঝি বিরস বদন?
কোন্ জন কিবা করিয়াছে অপরাধ,
ভূমে লোটাইয়া তেঁই করেন বিষাদ!
'তুমি বুঝি পিতারে কহিলে কটু বাণী?
সত্য করি কহ গো বিমাতা ঠাকুরাণি!
কি করিবে রাজ্য ভোগে পিতার অভাবে,
আমারে কহ গো সত্য প্রাণ পাই তবে।
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন?
সেই কথা মাতঃ মোরে কর বিজ্ঞাপন।
আছুক পিতার কার্য্য, তোমার বচনে,
রাজ্য ছাড়ি, প্রাণ ছাড়ি কাজ কি জীবনে?
শ্রীরাম সরল সে কৈকেয়ী পাপহিয়া,
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুরা হইয়া।

দৈত্য যুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জ্জর,
তাতে সেবিলাম দিতে চাহিলেন বর।
বিস্ফোট হইলে পুনঃ করি সেবা পূজা,
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা।
এক বরে ভরতে করিবে দণ্ডধর,
আর বরে রাম তুমি হও বনচর।
দুই বরে দুই বার আছে মম ধার,
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার।
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবে বাকল,
বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবে ফুল ফল।
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্য বদন,
তোমার আজ্ঞায় মাতঃ এই যাই বন।
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন,
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন।
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ,
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ।
কৈকেয়ী কহেন রাম আগে যাও বন,
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন।
রাজার কথাতে কোপ না করিহ মনে,
শিরে জটা ধর তুমি আজি যাও বনে।
হেট মাথা করিয়া শুনেন মহারাজ,
কি কহিব কৈকেয়ীর নাহি ভয় লাজ!

কৈকেয়ীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস।
বিলম্ব নাহিক আজি যাব বনবাস।
রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে,
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে।
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত,
হা রাম! বলিয়া রাজা উঠেন দুঃখিত।
মুখে নাহি শব্দ রাজা স্তব্ধ অচেতন,
হলেন বাহির তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

---

১৪ রামের সহিত সীতার বনগমনোদ্যোগ।

বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে,
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে।
শ্রীরাম বলেন সীতে নিজ কর্ম্ম দোষে,
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে,
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্র দিনে।
জানকী বলেন মুখে হইয়া নিরাশ,
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস।
তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা,
তুমি যাও যথা প্রভো আমি যাই তথা।

স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি আর গতি,
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি।
প্রাণনাথ একা কেন হবে বনবাসী ?
পথের দোসর হব করে লও দাসী।
বনে প্রভো ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে,
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে।
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ,
শত দুঃখ ঘুচে যদি হেরি তব মুখ।
তোমার কারণ রোগ শোক নাহি জানি,
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি।
শ্রীরাম বলেন শুন জনক দুহিতা,
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সীতা।
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস,
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস।
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক নানা সুখে,
ফল মূল খাইয়া কেন ভ্রমিবা দণ্ডকে।
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কেবল,
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ কমল।
চতুর্দ্দশবর্ষ গেল হেন বুঝ মনে,
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে।
চিন্তা না করিও কান্তা ক্ষান্ত হও মনে,
বিষম রাক্ষস গুলা আছে সেই বনে।

শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে,
কহেন রামের প্রতি কুপিয়া সন্তাপে।
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়,
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়।
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে,
দেখ তারে বীর বলে কোন ধীর জনে ?
রাজ্য নিতে ভরত না করিল অপেক্ষা,
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পাবে রক্ষা ?
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে,
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে।
তব সহ থাকি যদি ধুলি লাগে গায়,
অগুরু চন্দন চূয়া জ্ঞান করি তায়।
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল,
অন্য স্বর্ণগৃহ যেন তার সমতুল।
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখ আর,
আহারে আহার আর বিহারে বিহার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন,
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ।
বহু তীর্থ দেখিব অনেক তপোবন,
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ।
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন,
স্ত্রীবধ হইলে পাপ নহে বিমোচন।

শ্রীরাম বলেন, বন বাসে তব মন
থাকে, যদি খুলে ফেল অঙ্গের ভূষণ।
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে,
খুলিলেন অলঙ্কার যা ছিল শরীরে।
সম্মুখে দেখেন সীতা যত দ্বিজগণ,
তা সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ।
আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতা বাণী,
ভূষণ পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী।
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র ধন,
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ।

---

২৫ শ্রীরামের সহিত সীতা ও লক্ষ্মণের বন যাত্রা।

রাজ্য খণ্ড ছাড়ি রাম যান বন বাসে,
শিরে হস্ত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে।
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর,
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির।
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে,
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে।
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী,
জানকীর পাছে যায় অযোধ্যার নারী।

যেই সীতা না দেখেন সূর্য্যের কিরণ,
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্ব্বজন।
যেই রাম ভ্রমেন সোনার চতুর্দোলে,
হেন প্রভু রাম পথ চলেন ভূতলে।
কোথা নাহি দেখি হেন কোথাও না শুনি,
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী।
জানকী সহিত রাম যান তপোবন,
রাজ্য সুখ ভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ।
পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে,
চৌদ্দবর্ষ এক ঠাঁই থাকি গিয়া বনে।
অযোধ্যার ঘর দ্বার ফেলাও ভাঙ্গিয়া,
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া।
শৃগাল ভল্লুক হৌক অযোধ্যা নগরে,
মায়ে পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে।
এই রূপে শ্রীরামেরে সকলে বাখানে,
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে।
এক প্রকোষ্ঠ বাহিরে রহে তিন জন,
আবাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন।
ভূপতি বলেন, রে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনি,
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি।
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু আইলি রাক্ষসি !
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী।

কেমনে দেখিব আমি রাম যান বন,
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
প্রাণ যাক্ তাহে মম নাহি কোন শোক,
আমারে স্ত্রী বশ বলি ঘুষিবেক লোক!
বড় বড় রাজা আমি জিনিলাম রণে,
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মম বাণে।
যেই রাজা জিনিলেক দৈত্য স্বয়ম্বর,
যারে অর্দ্ধাসনে স্থান দেন পুরন্দর।
হেন দশরথ রাজা স্ত্রী লাগিয়া মরে,
এই অপকীর্ত্তি মম থাকিল সংসারে!
স্ত্রীর বশ না হইবে অন্য কোন নর,
আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর।
কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে,
আজ্ঞা কর বনে ত্বরা যাই তিন জনে।
কহিলেন ভূপতি করিয়া হাহাকার,
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর!
হেথা না রহিব আমি না রবে জীবন,
তোমার সহিত রাম যাব তপোবন।
শ্রীরাম বলেন পিতঃ, এ নহে বিহিত,
পিতৃ সঙ্গে পুত্র যায় এই সে উচিত।
ভূপতি বলেন, রাম, থাক এক রাতি,
এক রাতি একত্রে করিব নিবসতি।

শ্রীরাম বলেন যদি নিশ্চিত গমন,
এক রাত্রি লাগি কেন সত্য উল্লংঘন ?
আজি আমি বনে যাব আছয়ে নির্ব্বন্ধ,
না গেলে বিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ।
আজি হইতে অন্ন আমি করিলাম বর্জ্জন,
বনে গিয়া ফল মূল করিব ভক্ষণ।
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার,
পিতৃ সত্য পালিয়া শোধয়ে তাঁর ধার।
ভূপতি বলেন শুন সুমন্ত্র বচন,
অশ্ব হস্তি সঙ্গে দেহ বহু মূল্য ধন।
অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্য স্থান,
তপস্বী ব্রাহ্মণে রাম করিবে প্রদান।
ধন দিতে যদি রাজা করেন আশ্বাস,
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস।
সর্ব্বাঙ্গ হইল ম্লান শুষ্ক অতি মুখ,
রাজারে পাড়িল গালী পেয়ে মনে দুঃখ।
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার,
কুটিলহৃদয় কর, অন্যথা তাহার।
তখন বলেন রাম পিতৃ বিদ্যমানে,
ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তব স্থানে।
রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন,
অশ্ব হস্তি ধনে তার কিবা প্রয়োজন।

গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে,
জানকী লক্ষ্মণমাত্র যাইবেন সাতে।
বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তা শুনে,
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে।
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে,
কান্দেন বাকল দেখি রাজা দশরথে।
বন্দেন সবারে রাম যত রাজরাণী,
সবাকার ঠাঁই রাম মাগেন মেলানি।
নমস্কার করেন কৈকেয়ীর চরণে,
অনুমতি কর মাতঃ যাই আমি বনে।
ভাল মন্দ বলিয়াছি দুরক্ষর বাণী ;
মনে কিছু না করিও দেহ গো মেলানি।
মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায়,
যাবৎ না আসি পিতঃ পালিহ মাতায়।
রাজা বলিলেন যদি রহে এ জীবন,
তবে ত তোমার মায়ে করিব পালন।
আমার এ আজ্ঞা রাম না কর লংঘন,
তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে,
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষ্মণ তাহাতে।
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে,
পাছে পাছে ধায় কত স্ত্রী পুরুষগণে।

কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি রাজা ঊর্দ্ধশ্বাসে ধান,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কত দূরে যান।
কত দূরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন,
ভূমিতে পড়েন রাজা হয়ে অচেতন।
গেলেন শোকার্ত্ত রাজা কৌশল্যার ঘর,
দোঁহার হইল শোক একই সোসর !
রাত্রিদিন নাহি ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন,
এক শোকে কাতর হইল দুই জন।
মুনি দেশ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ,
পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ।
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস,
সংসার হইল শূন্য সকলে নিরাশ।
রাত্রি দিন কান্দে লোক করে জাগরণ,
গেলেন তমসা কুলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

---

২৬ সীতা হরণে রামের বিলাপ।

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ ?
কোথা গেলে সীতা পাব্ কর নিরূপণ॥

মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায় ?
গেলেন না জানাইয়া জানকী আমায় ॥
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমল-মুখী করেন ভ্রমণ ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্ম-বনে লুকাইয়া ॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ?
রাজ্যচ্যুত দেখিয়া আমারে চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ?
রাজ্য হীন যদি আমি হইয়াছি বটে।
তথাপিও রাজলক্ষ্মী ছিলেন নিকটে ॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী-বনান্তরে ?
কমল কলিকা প্রায় জনক দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা ?
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ ॥

তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥

---

২৭ শক্তিশেলে লক্ষ্মণের নিধন ও
রামের বিলাপ।

কি কু ক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী,
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী।
জনক নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী,
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি।
হারালেম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ;
কি করিবে রাজ্য ভোগে পুনঃ যাই বন।
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন;
কি বলিয়া নিবারিব তাহার ক্রন্দন।
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি,
আসিয়া সাগর পারে বাম হৈল বিধি।
মম দুঃখে লক্ষ্মণ ভাই দুঃখী নিরন্তর,
কেনরে নিষ্ঠুর হলে না দেহ উত্তর!
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে,
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে।
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা;
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা।

রাজ্য ধনে কার্য্য নাই নাহি চাই সীতে ,
তোমারে লইয়া আমি যাইব বনেতে ।
উদয় অস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার,
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার ।
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ,
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস !
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ,
তুমিরে লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমান ।
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিলাম ডালি,
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালী ।
কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ,
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন্ জন ?
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধর,
তাহতে লক্ষ্মণ ভাই গুণের সাগর ।
এমন লক্ষ্মণে আমার মারিল রাক্ষসে,
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ।
পিতৃ আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে রাজ্য দণ্ড,
কৈকেয়ী বিমাতা তাহে হইল পাষণ্ড ।
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস,
বিধি বাদী হইল তাহাতে সর্ব্বনাশ ! !

রামায়ণ ।

তবেত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সবার কনিষ্ঠ পুত্রে ডাকিল ত্বরিত॥
সবা হইতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয় কর্ম্ম কর রাখ আমার বচন॥
শুক্র শাপে জরা হইল আমার শরীরে।
তৃপ্তি নাহি, পাই দুঃখ জানাই তোমারে॥
পুত্র কর্ম্ম কর, দেহ আপন যৌবন।
সহস্র বৎসরে পুনঃ হইবে তেমন॥
মম জরা দুঃখ বাছা বহ নিজ কায়।
স্বীকার করিলে তুমি মম দুঃখ যায়॥
পিতার বচন শুনি কহে যোড় করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে?
পুত্র হয়ে পিতৃবাক্য না রাখে যে জন।
ইহলোকে অপযশ নরকে গমন॥
তব জরা দেহ পিতা আমার শরীরে।
আমার যৌবনে ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্রে বলেন বচন॥
বংশ বৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥

এতেক জানিয়া শুক্রে করিল স্মরণ।
পুরু অঙ্গে জরা থুইয়া লইল যৌবন॥
যৌবন পাইয়া তবে যযাতি রাজন।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম কর্ম্ম না যায় লিখন॥
যজ্ঞ হোমে তুষ্ট কৈল যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে॥
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সু পালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ॥
অভ্যাগত অতিথি তুষিল নৃপবর।
প্রতাপে নাহিক দুষ্ট রাজ্যের ভিতর॥
হেনমতে রাজ্য করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ব বাক্য স্মরণ করিল নৃপবর॥
জরায় পীড়িত পুত্র দেখিয়া নৃপতি।
আপনারে ধিক্কার করেন মহামতি॥
আপনার জরাতে দিলাম পুত্রে দুঃখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ॥
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে॥
পুত্র কর্ম্ম করি প্রীত করিলা আমারে।
তোমার মহিমা যত ঘুষিবে সংসারে।
আপন যৌবন লহ জরা দেহ মোরে।
ছত্রদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে॥

এত বলি জরা নিল নহুষ নন্দন।
পুরু হইল প্রাপ্তি আপন যৌবন॥

মহাভারত।

আশ্চর্য্য গুরুভক্তি।

অবন্তি নগরে দ্বিজ নাম সন্দীপন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণে করে অধ্যয়ন।
এক শিষ্যে নিজ গাবী কৈল সমর্পণ।
গুরু আজ্ঞা পাইয়া সে করয়ে রক্ষণ।
কত দিনে কহে গুরু কহ বাছাধন।
বড় পুষ্ট দেখি আমি তোমার বদন।
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্য বাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড় পাণি।
গাবীগণ দোহনান্তে পীয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে যে খাই আমি করিয়া দোহণ।
গুরু বলে এত দিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল।
আর কভু তুমি না করিহ হেন কাজ!
গাবী দুহি খাও তুমি মুখে নাহি লাজ?
গুরু আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাবী লৈয়া।
কত দিনে পুনঃ তারে কহিল ডাকিয়া।

উচিত কহিতে শিষ্য না হইও রুষ্ট ।
পুনশ্চ তোমারে দেখি বড় হৃষ্ট পুষ্ট ।
গাভীদুগ্ধ পুনঃ বুঝি তুমি কর পান ।
শিষ্য বলে গোসাঞি করহ অবধান ।
যেই হতে তুমি মোরে করিলা বারণ ।
ভিক্ষাকরি করি নিত্য উদর ভরণ ।
গুরু বলে ভিক্ষা করি পুরহ উদরে ।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দেহ মোরে ।
এত শুনি গাবী লইয়া গেল দ্বিজবর ।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর ।
কহ শিষ্য বড় পুষ্ট দেখি তব কায় ।
কি খাইয়া রহিয়াছ কহিবা আমায় ।
শিষ্য কহে গাবী রাখি অরণ্য ভিতর ।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর ।
দিবসের যত ভিক্ষা আনি হেথাকারে ।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে ।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি লহ আপনার ।
হাসিয়া বলিল গুরু একোন বিচার ।
রাত্রি দিবা যাহা পাও আনি দিবা মোরে ।
এত শুনি গাবী লইয়া গেল বনান্তরে ।
ক্ষুধায় আকুল আত্মা ভ্রমে বনে বন ।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ ।

বড়ই দুর্ব্বল হইল শীর্ণ হইল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক কুপ মধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ।
সমস্ত দিবস গেল হইল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল সব গোধনের পাল।
শিষ্য না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য ভিতর।
কোথা গেল উদ্দালক ডাকে দ্বিজ বর।
উদ্দালক বলে আমি কুপের ভিতর।
গুরু বলে উদ্দালক পড়িলা কিমতে।
উদ্দালক বলে চক্ষে না পাই দেখিতে।
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল।
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল।
দেব বৈদ্য অশ্বিনী কুমার দুইজন।
শীঘ্র কর দ্বিজ বর তাঁহারে স্মরণ।
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল।
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরু পদ।
সন্তোষ হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ।
চারি বেদ যত শাস্ত্র জানহ সকলে।
যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম মঙ্গলে।

আজ্ঞা পাইয়া গেল দ্বিজ পরম আহ্লাদে।
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান হইল গুরু আশীর্ব্বাদে।
তবেত দ্বিতীয় শিষ্য নাম সন্তাপন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ।
ধান্য ক্ষেত্রে জল যায় বাহির হইয়া।
যত্ন করি আল বাঁন্ধি জল রাখ গিয়া।
আজ্ঞা মাত্র সন্তাপন করিল গমন।
আল বাঁধিবারে বহু করিল যতন।
দন্তেতে খুঁড়িয়া মাটী বাঁধালেতে ফেলে।
রহিতে না পারে মাটী অতি বেগে চলে।
পুনঃ পুনঃ সন্তাপন করিল যতন।
না পারিল ক্ষেত্র জল করিতে রক্ষণ॥
জল সব যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধাল উপরে॥
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিষ্য দ্বিজ চলিল আপনি।
ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজ বর।
শিষ্য বলে শুইয়াছি বাঁধের উপর।
বহু যত্ন করিলাম নহিল বন্ধন।
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ।
শুনিয়া বলেন গুরু আইসহ উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরু পদে প্রণমিল গিয়া।

আশীষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদ সব শাস্ত্রে হও জ্ঞানবান।
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজ বর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর।

মহাভারত।

৩০ খুল্লনা কর্ত্তৃক শ্রীমন্তের সোহাগ।

আয় রে আয় বাছা! আয় রে আয়।
কি লাগি কাঁদে বাছা কি ধন চায়?
আনিব তুলিয়ে গগন ফুল,
একৈক ফুলের লক্ষৈক মূল।
সে ফুলে গাঁথিয়ে পরাব হার,
সোণার যাদু কেঁদোনা আর।
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া.
খাওয়াব ক্ষীরখণ্ড, পরাব চূয়া।
তুরঙ্গ রথ দন্তী যৌতুক দিয়া,
রাজার দুহিতা করাব বিয়া।
শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায়,
কুঙ্কুম কস্তুরি চন্দন গায়।
পালঙ্কে নিদ্রা যায় চামর বায়,
শ্রীকবি কঙ্কণ সঙ্গীত গায়।

কবিকঙ্কণচণ্ডী

---

৩১ মাতৃভক্তি।

বল হে সুবোধ শিশু জিজ্ঞাসি তোমায়,
কাহার সমান গুরু নাহিক ধরায় ?
কে বল, কেবল হিত চিন্তেন সদাই ?
পিযুষ পুরিত যিনি মুখে দেন মাই।
স্নেহখনি জননী সে অতুল্য সংসারে,
জননীর কতগুণ, কে বলিতে পারে ?
আপনি ভারতী যদি শতমুখী হন,
তথাপি পারে না সব করিতে বর্ণন।
পরম আশ্চর্য্য মায়া মায়ের অন্তরে,
জীবের শিবের হেতু নিত্য বাস করে।
দশ মাস দশ দিন যে কষ্টে যাপন
করেন, জননী করে গর্ব্ভেতে ধারণ
সন্তানে। তাজানে অন্তর্যামী বিশ্বেশ্বর,
মরি কি প্রসব ব্যথা অতি ভয়ঙ্কর !
যম সম কত পুত্রে উদরে ধরিয়া,
ভাবি আশাহ্লাদ সুখে জলাঞ্জলী দিয়া।
প্রসব ব্যথায় কত মাতা ত্যজে প্রাণ !
ভক্তির ভাজন নাই মাতার সমান।
প্রসব করিলে পরে সন্তানে জননী,
আকাশের চাঁদ করে পেলেন অমনি।

প্রসবের সব কষ্ট ভুলিয়া তখন,
তুলিয়া সুতেরে কোলে, করেন চুম্বন।
সন্তানে পালন করে ত্যজে নিদ্রাহার,
দুই হাতে মলমূত্র কোরে পরিষ্কার!
মাতার সর্ব্বস্বধন সন্তানরতন,
বক্ষে করে রক্ষা করে যক্ষের মতন।
সোণার পুতলি মত সদা করি কোলে,
সোহাগ করেন তায় কত মত বোলে—
"বাছা মোর অন্ধকার ঘরের মাণিক,
নাড়্‌ব না চাড়্‌ব না দেখ্‌ব খানিক্‌খানিক।"
তনয় আময়যুক্ত হইলে কখন,
জননী সুতের লাগি করে অনশন।
প্রাণের অধিক ভাল বাসেন নন্দনে,
কোটী কোটী প্রণিপাত মাতার চরণে।
একপ্রাণ তুচ্ছকথা শতপ্রাণ হলে,
ত্যজেন জননী তাহা পুত্রের মঙ্গলে।
বঙ্গের চরম হিন্দু নৃপতি লক্ষ্মণ,
যেরূপে হইল শুন তাঁহার জনন।
লক্ষ্মণের মাতা যবে প্রসব ব্যথায়
সুকাতরা হয়ে পড়ে গেলেন ধরায়।
জ্যোতির্ব্বিজ্ঞ পণ্ডিত গণ তখন আসিয়া,
প্রসবের শুভক্ষণ বলেন গণিয়া—

এখন কুক্ষণ অতি প্রহরেক পরে
হবে বড় শুভক্ষণ অবনি উপরে।
সেই কালে পুত্র যদি হয় প্রসবিত,
রাজ চক্রবর্ত্তি হবে সর্ব্ব গুণান্বিত।
লক্ষ্মণ জননী তবে এ বাণী শুনিয়া,
থাকেন প্রসব ব্যথা যতনে সহিয়া।
সহচরী গণে আজ্ঞা করিলেন রাণী,
ঊর্দ্ধে তুলিবারে তাঁর চরণ দুখানি।
রাণীর আদেশ মত সহচরী গণ
প্রহরেক তুলে ধরে তাঁহার চরণ।
কুক্ষণ হইলে গত ভূমিষ্ঠ তনয়
হল বটে, কিন্তু শুন দুঃখের বিষয়!
হৃদয় বিদীর্ণ হয় শুনিলে সে কথা,
প্রসূতী ত্যজেন প্রাণ সহিয়া সে ব্যথা!
এমন মাতার মনে দুঃখ দেয় যেই।
নরকের কীট সেটা সন্দেহই নেই।
অসংখ্য মাতার ঋণ শোধে সাধ্য কার,
এ ঋণ সাগর বল কে হইবে পার?

পুরাণ প্রসঙ্গে এই কথা শুনা যায়,
যুধিষ্ঠির কোন কালে বলেন সভায়—
"মাতার আজ্ঞায় সব করিবারে পারি,
মাতৃ আজ্ঞা কভু আমি লঙ্ঘিবারে নারি।

অসহ্য যাতনা কিম্বা কঠিন নরক
অনাসে ভুগিতে পারি কে হবে বাধক ?
তথাপি মাতার আজ্ঞা করিতে হেলনং
পারিব না দেহে রহে যাবৎ জীবন ।”
কাশী খণ্ডে এই কথা আছয়ে লিখন,
মাতৃ ভক্ত জীব মুক্ত শিবের বচন ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতা ভক্তির সদন,
সতত সেবন কর তাঁহার চরণ ।

৩২ নীতি রত্ন ।

যে শিক্ষায় নাহি ফুটে জ্ঞানের নয়ন,
বৃথা তাহা সে শিক্ষায় কিবা প্রয়োজন ?
যে মানুষ মনুষত্ব নাকরে সাধন.
বৃথা-বৃথা-বৃথা তার মানব জনন !!
যে ধনের ন্যায়মত নাহি বিতরণ.
বৃথা তার উপার্জনে শরীর পাতন !
দয়া ধর্ম্ম- অলঙ্কারে যে নহে শোভন,
বৃথা তার মণিময় ভুষণ ধারণ !
উপদেশ মত নহে যার ব্যবহার,
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ জীবনে তাহার !
সেবিদ্যা কি বিদ্যা যাহে নহে জ্ঞানোদয়,
সে জ্ঞান কি জ্ঞান যাহে ধর্ম্ম বুদ্ধি নয় ?

তারে কি মানুষ বলি যে নহে বিদ্বান্
তারে কি বিদ্বান বলি নাহি যার জ্ঞান !
তারে কেবা জ্ঞানী কহে যে নহে ধার্ম্মিক ।
ধার্ম্মিক কি সেই যে না ঈশ্বর প্রেমিক ?

হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

৩৩ তারেই সুবক্তা বলি সত্যবাদী যেই,
ইন্দ্রিয় যে জয় করে বীর হয় সেই ।
তাহাইত বিদ্যা যাহা ধর্ম্মের আশ্রিত,
সার্থক সে দান, যাতে হয় পরহিত ।

পরস্ত্রীতে যাহার জননী সম জ্ঞান,
পরধন দেখে যেই ধূলার সমান,
সকল প্রাণিকে ভাবে আপনার মত,
সেইত পণ্ডিত হয় শাস্ত্রের সম্মত ।

পৃথিবীতে জননীর তুল্য গুরু নাই,
গগণের উচ্চ পিতা বুঝহ সবাই ।
তৃণের অধিক ক্ষুদ্র ভিক্ষুক যেজন,
পবনের অগ্রে হয় মনের গমন ।

প্রয়োজন নাহি বলে কখন বর্জ্জন,
কর না, জিনিশ কোন শুন দিয়া মন ।

যতন করিয়া তুলে রেখে দাও তারে,
কখন না কখন আসিবে উপকারে।
এই নীতি-কথা যেবা না করে পালন,
অনুতাপানলে দগ্ধ হয় তার মন!!

৩৪ দক্ষের শিবনিন্দা।

সভাজন শুন, জামতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোনগুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহিমানে ধর্ম্ম, নাহিমানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,
শ্মশানে সরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥
সুখে দুঃখজ্ঞানে, দুখে সুখ মানে,
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে,
সদা কদাচার ময়॥

কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কখন, না হয় ঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয়, চাসি কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্রবলে কেবা, দ্বিজ দেয় সেবা,
নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়,
না করে অতিথি সেবা।
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার,
সন্যাসী বলিবে কেবা॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে,
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী,
একি মহাপাপ হর॥
সতী ঝী আমার, বিদ্যুত আকার,
বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন, পরম ভাজন,
ঘটক নারদ ভায়া।
আহা মরি সতী, কি দেখি দুর্গতি,
অন্ন বিনা হৈল কালী।

তোমার কপাল, পর বাঘছাল,
আমার রহিল গালি ॥
অন্নদামঙ্গল ।

---

৩৫ ভবানন্দ ভবনে অন্নপূর্ণার যাত্রা ।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিণীর তীরে ।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী ।
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামা স্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী ।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার ।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী ।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশজাত ।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম ।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ ॥

পদ্যপ্রবেশ ।

আশ্চর্য্য রসভাব সমন্বিত অভিনব কবিতাকলাপ মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য চারি আনা। কলিকাতা মৃজাপুর হলওয়েলস্ লেন ২ নং বাটীতে প্রাকৃত যন্ত্রে প্রাপ্তব্য।

নব্য কাব্য—সুধাকর ।

এই পুস্তক শীঘ্র মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইবে। পুস্তকখানি প্রায় ২৫ ফরমায় শেষ হইতে পারিবে। মূল্য ১।০ টাকা। স্বাক্ষরকারীরা ১এক টাকায় পাইবেন। গ্রাহকগণ কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্নের নিকট স্বাক্ষরিত পত্রাদি পাঠাইবেন। বিয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

বিজ্ঞাপন ।

আমাদিগের যন্ত্রালয়ে ইংরাজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার প্রায় সকল প্রকার উত্তম ও নূতন অক্ষর সকল আসিয়াছে। স্বল্পব্যয়ে অল্পসময়ের মধ্যে পরিপাটী রূপে কার্য্য সকল সমাধা করিয়া দেওয়া যাইবে। যাঁহারা পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পরিবেন।

কলিকাতা মৃজাপুর হলওয়েলস্ লেন নং ২

শ্রী মথুরানাথ শর্ম্মা
প্রাকৃত যন্ত্রাধ্যক্ষ।